শফিকুল আলমের বিরুদ্ধে ২ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি অভিযোগ

শফিকুল আলম। ছবি: সংগৃহীত

আজকের কণ্ঠ পত্রিকার অনুসন্ধানে জানা গেছে, সদ্য বিলুপ্ত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সাবেক প্রেস সচিব শফিকুল আলমের বিরুদ্ধে দুদকে জমা অভিযোগে প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা আত্মসাত, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং চাঁদাবাজির অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগ অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

অভিযোগে বলা হয়েছে, শফিকুল আলম প্রভাব খাটিয়ে তার ভাইকে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসিয়ে বিপুল অর্থ আত্মসাত করেছেন। তিনি ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নাম ব্যবহার করে বিভিন্ন জায়গায় বেপরোয়া চাঁদাবাজি ও অনৈতিক ব্যবসায় জড়িত ছিলেন।

সরকার বিলুপ্তির পর শফিকুল আলম এবং সাবেক উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার সিঙ্গাপুরভিত্তিক এমজিএইচ গ্রুপের অর্থায়নে বাজারে আসা ইংরেজি দৈনিক 'ডেইলি ওয়াদা'য় যোগ দিয়েছেন। একই সময়ে এমজিএইচ গ্রুপের প্রধান নির্বাহীর বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে থাকা ১৩৬ কোটি টাকার মামলা প্রত্যাহার করা হয়, যা সরকারের প্রভাবশালী পদে থাকা কর্মকর্তাদের নতুন নিয়োগের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ সৃষ্টি করেছে।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, দায়িত্ব ছাড়ার পরপরই এমন প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়া প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও নৈতিকতার বড় লঙ্ঘন। মামলাটি প্রত্যাহারের পেছনে লেনদেনের সম্ভাবনা তদন্তের দাবি উঠেছে।